**ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত**

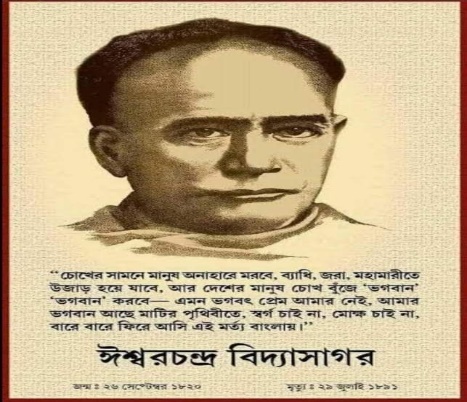
(৬ মার্চ ১৮১২ - ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯)



ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (৬ মার্চ ১৮১২ - ২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯) ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বাঙালি কবি ও সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক । তিনি *সংবাদ প্রভাকর* (বা 'সম্বাদ প্রভাকর') এর সম্পাদক। কিন্তু ব্যাপকার্থে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন কবি ও সাহিত্যিক। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে **যুগসন্ধির (১৭৬০-১৮৬০) কবি** হিসেবে পরিচিত। তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা জগত মধ্যযুগীয় সীমানা অতিক্রম করে আধুনিকতার পথে পা বাড়িয়েছিল। তিনি "গুপ্ত কবি" নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কাঞ্চনপল্লী (বর্তমানে কাঁচড়াপাড়া) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে, যা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর পারিবারিক পদবী দাস পরিবর্তন করে গুপ্ত করেছিলেন।

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ - ২৯ জুলাই ১৮৯১)

****

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার স্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন-

“মেদেনীপুর জেলার **বীরসিংহ** **গ্রামে** আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের (অধুনা আরামবাগ) ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে, বনমালীপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান“।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র **বন্দ্যোপাধ্যায়**) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামেও স্বাক্ষর করতেন; তিনি (১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার) যা ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি **শিক্ষাবিদ**, **সমাজ সংস্কারক** ও **গদ্যকার।**[সংস্কৃত ভাষা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE) ও [সাহিত্যে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF" \o "সংস্কৃত সাহিত্য) অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও [বাংলা](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE" \o "বাংলা ভাষা) ও [ইংরেজি ভাষায়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE" \o "ইংরেজি ভাষা) বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল তার। তিনিই প্রথম [বাংলা লিপি](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF" \o "বাংলা লিপি) সংস্কার করে তাকে যুক্তিবহ ও সহজপাঠ্য করে তোলেন।[[৩]](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0#cite_note-3) বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। বাংলা সাহিত্যে তাকে **বিরাম ও যতি চিহ্নের** প্রবর্তকও বলা হয়। তাকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রচনা করেছেন যুগান্তকারী শিশুপাঠ্য *[বর্ণপরিচয়](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%AF%E0%A6%BC" \o "বর্ণপরিচয়)*-সহ একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ।

বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থাবলিঃ-

|  |
| --- |
| অনুবাদ গ্রন্থঃ- |
| * **বেতালপঞ্চবিংশতি** (১৮৪৭)- প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। হিন্দি ‘বৈতাল পাচ্চিসী’র অনুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র এই গ্রন্থের দশম সংস্করণে সর্বপ্রথম যতিচিহ্নের সফল প্রয়োগ করেন। * **ভ্রান্তিবিলাসঃ**- শেক্সপিয়রের ‘কমেডি অব এররস’ বা **‘Comedy of errors’** এর বাংলা রুপ। * সীতার বনবাসঃ- বাল্মীকির রামায়ণ অবল্বনে রচিত। * **শকুন্তলাঃ**- শকুন্তলা কালিদাসের সংস্কৃত ভাষার নাটক ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ এর বাংলা অনুবাদ। এই উপখ্যানে মালিনী নদীর নাম উল্লেখ আছে। শকুন্তলার পিতার নাম মহর্ষি বিশ্বামিত্র।   ‘একি শরীরের রুপ, নাকি রুপের শরীর’- রাজা দুষ্মের উক্তি। |
| মৌলিক গ্রন্থঃ- |
| * **প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৬৪)-** এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। এটি শোকগাঁথা। * বিদ্যাসাগর চরিত/**আত্মচরিতঃ**- বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মচরিত। * অতি অল্প হইল (রম্য রচনা) * আবার অতি অল্প হইল (রম্য রচনা) * **বজ্রবিলাস** (ব্যঙ্গ রচনা) * রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬) * নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস (১৮৮৮) * বহুবিবাহ ও **বিধবাবিবাহ** হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিবষয় (১ম ও ২য় খন্ড) |
| পাঠ্যবইঃ- |
| * **বর্ণপরিচয়** (১৮৫৫)- এটি ক্লাসিকের মর্যাদা পায়। * **কথামালা** * বোধদয় * আখ্যানমঞ্জরী * **শব্দমঞ্জরী** (বাঙ্গালা অভিধান) |

**মাইকেল মধুসূদন দত্ত**

(২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ - ২৯ জুন ১৮৭৩ )



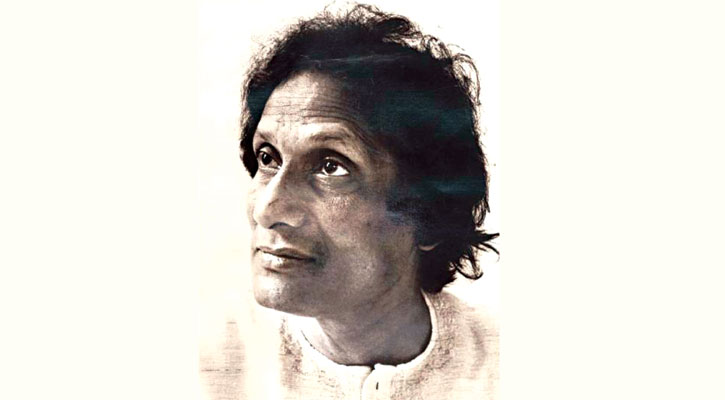
**মাইকেল মধুসূদন দত্ত**, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম **শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি** এবং **নাট্যকার ও প্রহসন** রচয়িতা। তাকে বাংলার **নবজাগরণ সাহিত্যের** অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হয়। ঐতিহ্যের অনুবর্তিতা অমান্য করে নব্যরীতি প্রবর্তনের কারণে তাকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের **প্রথম বিদ্রোহী কবি** হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি **যশোর জেলার কেশবপুর** থানার **কপোতাক্ষ** নদের তীরে **সাগরদাঁড়ি গ্রামের** বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ভারতের [যশোর জেলার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE" \o "যশোর জেলা) এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জন্ম হলেও মধুসূদন যৌবনে ১৮৪৩ সালে [খ্রিষ্টধর্ম](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE" \o "খ্রিষ্টধর্ম) গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন নাম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের দুর্নিবার আকর্ষণবশত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন নিজ মাতৃভাষার প্রতি মনোযোগ দেন। এ পর্বে তিনি বাংলায় নাটক, প্রহসন ও কাব্যরচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন **বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর** ছন্দের প্রবর্তক। পদ্মাবতী নাটকেই তিনি প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে [রামায়ণের](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A3" \o "রামায়ণ) উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত *[মেঘনাদবধ কাব্য](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF" \o "মেঘনাদবধ কাব্য)* নামক [মহাকাব্য](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF" \o "মহাকাব্য)। চরিত্র-চিত্র হিসেবে- রাবণ, ইন্দ্রজিৎ, সীতা, সরমা, প্রমীলা প্রমুখ।

|  |  |
| --- | --- |
| **সাহিত্যকর্মঃ-** | |
| **বাংলা রচনা** | |
| **নাটক ও প্রহসন** | 1. ***শর্মিষ্ঠা নাটক* (১৮৫৯)** 2. ***একেই কি বলে সভ্যতা?* (১৮৬০)** 3. ***বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ* (১৮৬০)** 4. ***পদ্মাবতী নাটক* (১৮৬০)** 5. ***কৃষ্ণকুমারী নাটক* (১৮৬১)** 6. ***মায়া-কানন* (১৮৭৪)** |
| **কাব্য** | 1. ***তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য* (১৮৬০)** 2. ***মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)** 3. ***ব্রজাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬১)** 4. ***বীরাঙ্গনা কাব্য* (১৮৬২)** 5. ***চতুর্দশপদী কবিতাবলী* (১৮৬৫)** |
| **অনুবাদ গ্রন্থ** | 1. *হেক্‌টর-বধ* (১৮৭১) |
| ইংরেজি রচনা | |
| **কাব্য** | 1. *কালেক্টেড পোয়েমস* 2. *দি অপ্সরি: আ স্টোরি ফ্রম হিন্দু মিথোলজি* 3. ***দ্য ক্যাপটিভ লেডি*** 4. *ভিশনস অফ দ্য পাস্ট* |
| **কাব্যনাট্য** | 1. *রিজিয়া: ইমপ্রেস অফ ইন্ডে* |
| **অনুবাদ নাটক** | 1. ***রত্নাবলী*** 2. *শর্মিষ্ঠা* 3. *নীল দর্পণ অর দি ইন্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর* |
| **প্রবন্ধ সাহিত্য** | 1. *দি অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যান্ড দ্য হিন্দু* 2. *অন পোয়েট্রি এটসেট্রা* 3. *অ্যান এসে* |
| **অন্যান্য রচনা** | 1. *আ সাইনপসিস অফ দ্য রুক্মিণী হরণ নাটক* |

**আলাউদ্দিন আল আজাদ**

([৬ মে](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%87_%E0%A7%AC), ১৯৩২ - [৩ জুলাই](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A7%A9), ২০০৯)



আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ মে [নরসিংদী জেলার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%A6%E0%A7%80_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE" \o "নরসিংদী জেলা) [রায়পুরা উপজেলার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BE_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE" \o "রায়পুরা উপজেলা) রামনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিচয়ঃ **ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি, নাট্যকার, গবেষক**

পেশাগত জীবনে মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে স্বৈরাচার এরশাদ শাসনামলে সংস্কৃতি উপদেষ্টা, শিক্ষা সচিব, সংস্কৃতিবিষয়ক বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

লেখার ধরনঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ একজন **শানিত ভাষার লেখক** ছিলেন। তিনি ছিলেন বাস্তব জীবনের রূপকার। বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভাষা নির্মাণে। **সংস্কৃতাশ্রয়ী শব্দ তিনি পরিহার করেছেন বলা চলে।** তিনি প্রধানত **মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত** পরিবারের রূপকার। তার গল্প নাতিদীর্ঘ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর লিখিত বইঃ ***ফেরারী ডায়েরী* (১৯৭৮)**

|  |  |
| --- | --- |
| **আলাউদ্দিন আল আজাদ এর গ্রন্থসমূহঃ** | |
| উপন্যাস | * [***তেইশ নম্বর তৈলচিত্র***](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B6_%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A7%88%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0)**(১৯৬০)**- মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। উপন্যাসটি ‘**বসুন্ধরা’** নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে জাতীয় পুরুস্কার লাভ করে। * ***শীতের শেষরাত বসন্তের প্রথম দিন* (১৯৬২)** * [***কর্ণফুলী***](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%80_(%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8)) (১৯৬২)- উপজাতিদের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত। * ***ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪)** * ***খসড়া কাগজ* (১৯৮৬)** * *শ্যাম ছায়ার সংবাদ* (১৯৮৬) * *জ্যোৎস্নার অজানা জীবন* (১৯৮৬) * *যেখানে দাঁড়িয়ে আছি* (১৯৮৬) * *স্বাগতম ভালোবাসা* (১৯৯০) * *অপর যোদ্ধারা* (১৯৯২) * *পুরানা পল্টন* (১৯৯২) * *অন্তরীক্ষে বৃক্ষরাজি* (১৯৯২) * *প্রিয় প্রিন্স* (১৯৯৫) * *ক্যাম্পাস* (১৯৯৪) * *অনূদিত অন্ধকার* (১৯৯১) * ***স্বপ্নশীলা* (১৯৯২)** * *কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্রমল্লিকা* (১৯৯৬) * *বিশৃঙ্খলা* (১৯৯৭) |
| কাব্যগ্রন্থ | * ***মানচিত্র(১৯৬১)*** * ***ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ(১৯৬২)*** * *সূর্য জ্বালার স্বপন* * *লেলিহান পান্ডুলিপি* |
| গল্প | * ***জেগে আছি* (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ)** * ***ধানকন্যা*** * ***মৃগণাভি*** * *অন্ধকার সিঁড়ি* * *উজান তরঙ্গে* * *যখন সৈকত* * *আমার রক্ত স্বপ্ন আমার* |
| কবিতা | * ***স্মৃতিস্তম্ভ (মানচিত্র) -****শহীদ মিনার সম্পর্কে বিখ্যাত কবি* |
| নাটক | * **নরকে লাল গোলাপ: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক** * ***মায়াবী প্রহর*** * *এহুদের মেয়ে* * *মরোক্কোর জাদুকর* * *ধন্যবাদ* * *সংবাদ শেষাংশ* |
| পুরস্কার | * [বাংলা একাডেমি পুরস্কার](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0) ১৯৬৪ * একুশে পদক ১৯৮৬ |